

স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.৬০২.১৪.০৩৭(অংশ-০২).২০২০-৩২৭৩

তারিখ : ২৬/০৭/১৪২৮ বঙ্গাব্দ।
১১/১০/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয় : ৩০/০৯/২০২১খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেクターে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের (১০০০ কোটি টাকার উর্ধ্ব ব্যয় সম্বলিত ২৪টি প্রকল্প) সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেクターে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ৩০/০৯/২০২১খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) মহোদয়ের সভাপতিত্বে এলজিইডি ভবনের লেভেল-৪ এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ এবং মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১। উপস্থাপনা :

সভাপতি মহোদয় সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং ও মূল্যায়ন)-কে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেクターে প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য অনুরোধ করেন।

২। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

২০২১-২২ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেクターের বাস্তবায়নাধীন ১০০০ কোটি টাকার উর্ধ্ব প্রকল্প ব্যয় সম্বলিত ২৪টি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ তাদের প্রকল্পের এডিপি বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও বিদ্যমান সমস্যাবলী সভায় উপস্থাপন করেন। আলোচনায় ২৪টি প্রকল্পের বিষয়ে নিম্নবর্ণিতভাবে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	<p>প্রকল্পের নাম : উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৪৩০.০০ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : এপ্রিল, ২০১১ হতে জুন, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক : জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী (জিপি চৌধুরী)</p>	<p>আরএডিপিতে অতিরিক্ত ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং অসম্পন্ন ৮টি ভবন উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প ২য় পর্যায়-এ স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে।</p>	<p>তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলী (মনিটরিং ও মূল্যায়ন)/ প্রকল্প পরিচালক</p>
২.২	<p>প্রকল্পের নাম : গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২২৩.০০ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন/২০২২ প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ মোঃ আবু ছায়েদ</p>		

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	
	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বর্তমান অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের সমুদয় অর্থ খরচ হবে এবং প্রকল্পটি জুন, ২০২৫ পর্যন্ত সময় বর্ধনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে, যা পরিকল্পনা কমিশনে আছে। তিনি আরও জানান, প্রকল্পটিতে জনবল সংকটে অগ্রগতি কম হয়েছে। বর্তমানে ৫২টি ব্রিজের ডিজাইন চলমান আছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) বলেন, ডিজাইন ইউনিটকে তাগিদ দিয়ে দ্রুত ডিজাইন শেষ করতে হবে। তবে ডিজাইন ইউনিটের পক্ষে এত কম সময়ে এতগুলো ব্রিজের ডিজাইন শেষ করা কঠিন হতে পারে তাই অত্র প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে Consultant এর সংস্থান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	সময় বর্ধন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং ডিজাইন ইউনিটকে তাগিদ দিয়ে দ্রুত ব্রিজের ডিজাইন কাজ শেষ করতে হবে। সংশোধিত ডিপিপিতে Consultant অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক	
২.৩	প্রকল্পের নাম : উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৮৮৭.৬৫ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক : জনাব কাজী গোলাম মোস্তফা	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, জুন, প্রকল্পটির সময় বর্ধন প্রয়োজন এবং জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময় বর্ধনের জন্য আইএমইডি সুপারিশ করেছে। তিনি আও জানান, প্রকল্পের আওতায় ২০টি ব্রিজের অগ্রগতি কম। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) বলেন, সবগুলো ব্রিজের বাস্তবায়ন কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। অত্র প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন না হলে প্রয়োজনে অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর করতে হবে।	সময় বর্ধন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং কম অগ্রগতি সম্পন্ন ২০টি ব্রিজ নিয়ে আলাদা সভা করতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণে বাস্তববাদী হতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২.৪	প্রকল্পের নাম : মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২১০৯.১৮ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩ প্রকল্প পরিচালক : জনাব সেলিম সরকার	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটির সময় বর্ধন প্রয়োজন। কিছু ব্রিজ এখনও অনুমোদন দেয়া হয়নি। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) বলেন, ব্রিজের অনুমোদন আগে দেয়া প্রয়োজন ছিল কারণ একটি ব্রিজ সমাপ্ত করতে অনেক বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে হবে। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে প্রয়োজনবোধে অসমাপ্ত ব্রিজগুলো অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর করতে হবে।	সময় বর্ধন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং বর্ধিত সময়ের মধ্যে ব্রিজগুলো সমাপ্ত করা সম্ভব না হলে সেগুলো PIC সভার সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে অন্য প্রকল্পে স্থানান্তরের উদ্যোগ নিতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব PIC সভা আহ্বান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২.৫	প্রকল্পের নাম : গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২৫৫.০০ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : নভেম্বর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩ প্রকল্প পরিচালক : জনাব সুশান্ত রঞ্জন রায়	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কাজ বাস্তবায়নে কোন সমস্যা নেই এবং কাজের গুণগতমান সন্তোষজনক। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) বলেন, প্রতি দুই সপ্তাহ পর পর সাইট পরিদর্শন করতে হবে ও কাজের গুণগতমান নিশ্চিত	মাঠ পর্যায়ের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীদের আরও বেশী সাইট পরিদর্শনপূর্বক কাজের গুণগতমান	প্রকল্প পরিচালক

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	
	করতে হবে। তিনি আরও বলেন, মাঠ পর্যায়ের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীদের আরও বেশী সাইট পরিদর্শন করতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং ও মূল্যায়ন) এর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	নিশ্চিত করতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং ও মূল্যায়ন) এর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।		
২.৬	প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৫২.০০ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক : জনাব আবদুল ওহাব	প্রকল্প পরিচালক বলেন, কিছু নতুন স্কীম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ হবে। তিনি আরও জানান, ডিপিপিতে একটি ব্রিজ ৭৪ মিটার ধরা আছে, বাস্তবে ১৬০ মিটার করা প্রয়োজন, ফলে ব্রিজটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।	প্রকল্প পরিচালক	
২.৭	প্রকল্পের নাম : রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৮৮৪.৮৬ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটির ২ বছর সময় বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা হয়ে গেছে। তিনি আরও জানান, ৩টি বড় ব্রিজ অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে এবং ৪টি ব্রিজ অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর করতে হবে। আরএডিপিতে অতিরিক্ত আরও ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।	ব্রিজগুলো বাস্তবায়নের জন্য আগে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে দ্রুত ব্রিজগুলো অনুমোদন দিতে হবে এবং নদী কমিশনের ছাড়পত্র নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২.৮	প্রকল্পের নাম : উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০১৮.০০ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : মে, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক : জনাব গৌতম প্রসাদ চৌধুরী	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটিতে কিছু সমস্যা আছে, যা পর্যায়ক্রমে সমাধান হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এডিপিতে বরাদ্দ বাড়ানো সম্ভব না হলে প্রকল্পের সময় বর্ধন করা প্রয়োজন হবে। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) বলেন, আরএডিপিতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।	সময় বর্ধন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২.৯	প্রকল্পের নাম : বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৭৮৫.১৮ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক : জনাব আবুল বাছেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এক বছর সময় বর্ধন প্রয়োজন। ব্রিজ/কালভার্ট সব অনুমোদন দেয়া হয়ে গেছে, কোন বড় ব্রিজ নেই। একটি ব্রিজ বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে। আরএডিপিতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।	সময় বর্ধন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিতপূর্বক বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২.১০	প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯৪৯.৬৫ কোটি টাকা			

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারী, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ আব্দুর রহিম		
	প্রকল্প পরিচালক অনুপস্থিত।		প্রকল্প পরিচালক
২.১১	প্রকল্পের নাম : গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৫১৬.০০ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩ প্রকল্প পরিচালক : জনাব সৈয়দ আব্দুর রহিম		
	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বরাদ্দ স্বল্পতার কারণে ক্রমেই গ্রামীণ সড়ক খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও জানান, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের সময় বর্ধন প্রয়োজন হবে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) বলেন, যে সকল রাস্তা অন্য প্রকল্প থেকে বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে ডিপিপি সংশোধন করতে হবে।	যে সকল রাস্তা অন্য প্রকল্প থেকে বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের সময় বর্ধন করে ডিপিপি সংশোধন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২.১২	প্রকল্পের নাম : উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০২১.৮৭ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪ প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ সেলিম মিয়া		
	প্রকল্প পরিচালক এর প্রতিনিধি জানান যে, ব্রিজের ডিজাইন চলছে। বরাদ্দ স্বল্পতার কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) বলেন, সকল ব্রিজের অনুমোদন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং কাজের গুণগতমানের দিকে নজর দিতে হবে।	ডিজাইন ইউনিটকে তাগিদ দিয়ে দ্রুত ব্রিজের ডিজাইন কাজ শেষ করতে হবে এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২.১৩	প্রকল্পের নাম : পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭২৩.১৫ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩ প্রকল্প পরিচালক : জনাব সালমা শহীদ		
	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যা নেই এবং এলসিএস কর্মীদের বেতন সময়মত পরিশোধ করা হচ্ছে।	কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে। কাজের মান ও পরিমাণের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২.১৪	প্রকল্পের নাম : ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬০৬.০০ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪ প্রকল্প পরিচালক : জনাব সাইফুল ইসলাম সহিদ		
	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২১৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সিভিল ওয়ার্ক বাস্তবায়ন হবে। তন্মধ্যে ১০০০ কোটি টাকার প্রাক্কলন প্রস্তুত চলছে, যেগুলো টেন্ডার হয়ে যাবে। টাকার স্বল্পতার কারণে মাঠ পর্যায়ে অগ্রগতি অর্জনে খুব বেশী চাপ দেয়া হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) বলেন, এ প্রকল্পের সফলতার সাথে এলজিইডি'র ভাবমূর্তি জড়িত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ব্রিজের অনুমোদন আগে দিতে হবে।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্রিজের অনুমোদনসহ দ্রুত স্কীম অনুমোদন দিতে হবে এবং কাজের গুণগতমান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২.১৫	প্রকল্পের নাম : অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৪৭৬.৬৫ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪		

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান		
	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ১৮০০ কোটি টাকার স্কীম অনুমোদন দেয়া হয়েছে। চুক্তিমূল্যের তুলনায় এডিপি বরাদ্দ খুবই কম বিধায় ধীর গতিতে স্কীম অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) বলেন, বড় ব্রিজের অনুমোদন আগে দিয়ে দিতে হবে, না হলে প্রকল্প মেয়াদে ব্রিজের কাজ শেষ করা কঠিন হয়ে পড়বে।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বড় ব্রিজের অনুমোদন দিতে হবে এবং আরএডিপিতে বরাদ্দ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২.১৬	প্রকল্পের নাম : ঘূর্ণিঝড় আত্মপান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৯০৫.৫৯ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : অক্টোবর, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোহাঃ রেজাউল করিম		
	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এ পর্যন্ত ৪০০ কোটি টাকার চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। তিনি আরও জানান, বর্তমানে ২৬৮টি ব্রিজের ডিজাইন চলছে, যেগুলো আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে দরপত্র আহবানের জন্য মাঠ পর্যায়ে পাঠানো যাবে। আরএডিপিতে বরাদ্দ বাড়তে হবে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) বলেন, আরএডিপিতে অর্থের চাহিদা মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখায় জমা দিতে হবে।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বড় ব্রিজের অনুমোদন দিতে হবে এবং আরএডিপিতে অর্থের চাহিদা মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিটে দিতে হবে এবং বরাদ্দ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং ও মূল্যায়ন)/ প্রকল্প পরিচালক
২.১৭	প্রকল্পের নাম : হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০১৬.৯৬ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক : জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার		
	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আন্তঃখাত সমন্বয় করতে হবে। ২৫ কোটি টাকার Backlog Scheme আছে এবং ৪ কোটি টাকার ২টি স্কীম অনুমোদন দেয়া বাকী আছে। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) বলেন, এ বছর প্রাক্কলন সমাপ্ত করতেই হবে এবং প্রকল্প পরিচালককে এ বিষয়ে সব ধরনের সহায়তা দেয়া হবে।	দ্রুত স্কীম অনুমোদন সম্পন্ন করতে হবে এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২.১৮	প্রকল্পের নাম : রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৮১৯.৭০ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ছোহরাব আলী		
	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বরাদ্দ স্বল্পতার কারণে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা যায়নি এবং বিশ্বব্যাংকের জটিল শর্তের কারণে সময় বর্ধনে দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময় বর্ধন প্রক্রিয়াধীন আছে।	দ্রুত সময় বর্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
২.১৯	প্রকল্পের নাম : নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০৯৭.৬৫ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : মার্চ, ২০১৩ হতে মার্চ, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক : জনাব আবু মোঃ সাহরিয়ার		
	প্রকল্প পরিচালক জানান অনুপস্থিত।		প্রকল্প পরিচালক

স্বাক্ষর

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.২০	<p>প্রকল্পের নাম : বহুমুখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩১৭০.৭৬ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারী, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক : জনাব জাবেদ করিম</p>		
	<p>প্রকল্প পরিচালকের প্রতিনিধি জানান যে, এডিপি বরাদ্দ খরচ হবে। সময় বর্ধন প্রক্রিয়াধীন, যা বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে রয়েছে।</p>	<p>দ্রুত সময় বর্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>
২.২১	<p>প্রকল্পের নাম : রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৬৬৭.৪২ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩ প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম</p>		
	<p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সিভিল ওয়ার্কে কোন সমস্যা নেই এবং এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ২০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) বলেন, অতিরিক্ত বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।</p>	<p>আরএডিপিতে অর্থের চাহিদা মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিটে দিতে হবে এবং বরাদ্দ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।</p>	<p>তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং ও মূল্যায়ন)/ প্রকল্প পরিচালক</p>
২.২২	<p>প্রকল্পের নাম : জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৯৪.৪৭ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪ প্রকল্প পরিচালক : জনাব জাবেদ করিম</p>		
	<p>প্রকল্প পরিচালকের প্রতিনিধি জানান যে, প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক। বর্তমান অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দের সমুদয় অর্থ খরচ হবে।</p>	<p>নিয়মিত সাইট পরিদর্শন করতে হবে এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>
২.২৩	<p>প্রকল্পের নাম : পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প। প্রাক্কলিত ব্যয় : ২১৮০.৯৯ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫ প্রকল্প পরিচালক : জনাব মমিন মজিবুল হক সমাজী</p>		
	<p>প্রকল্প পরিচালকের প্রতিনিধি জানান যে, সিভিল ওয়ার্কে কোন সমস্যা নেই এবং এডিপি বরাদ্দের সমুদয় অর্থ খরচ হবে।</p>	<p>নিয়মিত সাইট পরিদর্শন করতে হবে এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>
২.২৪	<p>প্রকল্পের নাম : গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি। প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৯৭১.০০ কোটি টাকা প্রকল্পের মেয়াদ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে আগস্ট, ২০২৩ প্রকল্প পরিচালক : জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান</p>		
	<p>প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বিশ্বব্যাংকের কিছু জটিল শর্তের কারণে সামগ্রিক অগ্রগতি কিছুটা কম অর্জিত হয়েছে। তিনি আরও জানান, বিশ্বব্যাংক ২ বছর সময় বাড়তে সম্মত হয়েছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা) বলেন, প্রকল্পের অগ্রগতি অত্যন্ত কম, অগ্রগতি বাড়তে হবে।</p>	<p>সময় বর্ধন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে ও নিয়মিত সাইট পরিদর্শন করতে হবে এবং কাজের গুণগতমান বজায় রেখে অগ্রগতি বাড়তে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p>

Am

সমাপনী পর্বে সকলের অংশগ্রহণে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

- প্রতি বছরই Foreign Aided Project এর অর্থ খরচে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পগুলো নিয়ে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীদের সভাপতিত্বে আলাদা সভা আহ্বান করতে হবে এবং সভার ফলোআপ প্রধান প্রকৌশলীকে অবহিত করতে হবে।
- এলজিইডি'র কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।
- চুক্তি বাস্তবায়নে যত্নবান হতে হবে এবং যৌক্তিক কারণ ছাড়া কোন স্কীমের সময় বর্ধন করা যাবে না। যথাসম্ভব চুক্তি সংশোধন থেকে বিরত থাকতে হবে।
- প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত সভাসমূহ (PSC, PIC ইত্যাদি) নির্দিষ্ট সময়ে করতে হবে।
- অর্থ বরাদ্দ স্বাভাবিক করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।
- প্রকল্প পরিচালকদের নিয়মিত সাইট পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়, সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণকে পরিদর্শন সার-সংক্ষেপ অবহিত করতে হবে এবং মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখায় প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং সকলকে করোনাকালীন সময়ে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মোসলে উদ্দিন)

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (গ্রেড-২)

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

ফোন : ০২-৪৪৮২৬২২৪

ই-মেইল : ace.imp@lged.gov.bd

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে এবং কার্যার্থে :

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ডিজাইন ও পরিকল্পনা) (গ্রেড-২) এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মনিটরিং, অডিট, প্রক্রিউরমেন্ট ও আইসিটি/সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (প্রেষণে), জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প/মানব সম্পদ উন্নয়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (প্রেষণে) (অডিট), প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল বিজেস প্রকল্প/নগর ব্যবস্থাপনা/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) ও প্রকল্প পরিচালক, প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল বিজেস প্রকল্প/পানি সম্পদ, এলজিইডি সদর দপ্তর।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন/ রক্ষণাবেক্ষণ/মনিটরিং ও মূল্যায়ন/পরিকল্পনা/মান নিয়ন্ত্রণ), এলজিইডি সদর দপ্তর।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট সকল), এলজিইডি সদর দপ্তর।
- ৫। অফিস নথি।